

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মনে গুপ্ত খুশী অনুভব হওয়া উচিত যে আমরা পরমাত্মা পিতার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য পড়াশোনা করছি"

\*প্রশ্নঃ - সदा কোন্ স্মৃতিতে থাকলে দৈবী গুণ ধারণ হতে থাকবে?

\*উত্তরঃ - আমরা আত্মারা শিববার সন্তান, বাবা আমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করতে এসেছেন - সदा এই স্মৃতি থাকলে দৈবীগুণ ধারণ হবে। যে সময় কোনও বিকারের আক্রমণ হয় তখন বৃদ্ধ হতে হবে - আমি কাঁটা, আমাকে ফুলে পরিণত হতে হবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা আধ্যাত্মিক ইউনিভার্সিটিতে বসে আছি। এই নেশাটি থাকা উচিত। সাধারণ রীতি অনুযায়ী স্কুলে যেমন বসো, তেমন করে এখানে বৃদ্ধ হয়ে বসবে না। অনেক বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে বসে। স্মরণে থাকা উচিত - এটা হলো উঁচু থেকে উঁচু পরম পিতা পরমাত্মার ইউনিভার্সিটি। আমরা তাঁর স্টুডেন্ট। অতএব তোমাদের কত গর্ব হওয়া উচিত। এ হলো গুপ্ত খুশী, গুপ্ত জ্ঞান। প্রতিটি কথা হলো গুপ্ত । অনেক বাচ্চাদের এখানে বসেও বাইরের নোংরা চিন্তন আসে। এখানে তোমরা পড়াশোনা করো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়া প্রাপ্তির জন্য। তাই তোমাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত। দৈবীগুণও হওয়া উচিত। যদিও এখানে সব রকমের ব্রাহ্মণরাই আসে। তোমরা বাইরের নোংরা জগৎ থেকে বেরিয়ে এখানে আসো। তাই বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত। সমস্ত দুনিয়া এই সময় হলো নোংরা। কোথায় কলিযুগী আবর্জনা, কোথায় সত্যযুগী ফুলের বাগান (ফুলওয়ারী)। কলিযুগে একে অপরকে কাঁটা বিদ্ধ করতে থাকে। তোমাদের তো এখন ফুল হতে হবে। অতএব কত খুশীতে থাকা উচিত। আমরা এখন ফুলে পরিণত হচ্ছি। এ হলো বাগান। বাবাকে বাগানের মালিক (বাগবান) বলা হয়। বাগানের মালিক এসে কাঁটাদের ফুলে পরিণত করেন। এই কথাটি বাচ্চাদের বোঝা উচিত যে আমরা কি রকমের ফুল তৈরি হচ্ছি। এখানে বাগানও আছে। মুরলী শুনে বাগানে গিয়ে ফুলের সঙ্গে নিজের তুলনা করো। আমরা কোন্ ফুল ! আমরা কাঁটা নই তো? যে সময়ে ক্রোধের আক্রমণ হয় তখন বোঝা উচিত যে আমি কাঁটা, আমার ভিতরে ভূত আছে। এতখানি ঘৃণা অনুভব হওয়া উচিত। ক্রোধ তো সবার সামনে এসে যায়। কাম বিকার সবার সামনে হয় না। সে তো লুকিয়ে করে। ক্রোধ তো বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্রোধ করলে তার প্রভাব অনেক দিন থাকে। ক্রোধের নেশা থাকে, লোভেরও নেশা থাকে। নিজের প্রতি নিজে থেকেই ঘৃণা অনুভব হওয়া উচিত। তোমরা জানো, বোঝো আমাদের বাবা ফুলে পরিণত করেন। কাম ও ক্রোধ দুই-ই খুব খারাপ। মানুষের সম্পূর্ণ শোভা নষ্ট হয়ে যায়। এখানে সুন্দর থাকবে তো সেখানে শোভনীয় হয়ে থাকবে। বাবা রোজ বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন যে দৈবীগুণ ধারণ করো। স্বর্গে যেতে হবে, তাই না। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন অনেক গুণবান। তাঁদের সামনে মানুষ মহিমা গায় - আমরা হলাম তুচ্ছ, পাপী, কাম বিকারে বশীভূত। তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন। তোমরাও বোঝাও স্বর্গ হলো ফুলের বাগান এবং নরক হলো কাঁটার জঙ্গল। শিববাবা স্বর্গ স্থাপন করেন, রাবণ নরকে পরিণত করে। বিচার করা উচিত আমরা আত্মারা বাবার সন্তান। আমাদের মধ্যে এত আবর্জনা এল কোথা থেকে? যদি (বিকার রূপী) নোংরা আবর্জনা থাকবে তো বাবার নাম খারাপ করবে। ক্রোধ করবে তাহলে বাবার নিন্দা করানো হবে। ক্রোধের ভূত আসা মাত্রই বাবা বিস্মৃত হবে। বাবার স্মৃতি থাকলে কোনও ভূত আসবে না। যদি কারো মনে দুঃখ দেবে তাতেও প্রভাব পড়ে যায়। একবার ক্রোধ করলে ৬ মাস পর্যন্ত সবার বুদ্ধিতে থাকে যে এই মানুষটি হল ক্রোধী। ফলে সবার দৃষ্টিতে নীচে নেমে যায়। বাপদাদার হৃদয় আসন থেকেও নীচে নেমে যায়। এই দাদাও (ব্রহ্মাবাবা) বিশ্বের মালিক হন, ওনার মধ্যেও নিশ্চয়ই বিশেষত্ব রয়েছে। কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে কোনো উপায় বের করার চেষ্টাও করে না। এ হলো কত সহজ উপায়, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো তো আত্মা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। আর কোনো উপায় নেই। এই সময় রাজস্বয়ী তো কেউ নেই, রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন একমাত্র বাবা। মানুষ, মানুষকে শোধরাতে পারে না। বাবা এসে সবাইকে সঠিক করেন। যারা খুব ভালোভাবে সঠিক পথে চলতে থাকে, তারা সত্যযুগের আদিতে আসে। অতএব কোনোরকম খারাপ স্বভাব থাকলে একদম ত্যাগ করা উচিত। পড়াশোনায়, যোগে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই কথাও জানা আছে যে সবাই তো আর একরকম উঁচু পদের অধিকারী হবে না। কিন্তু বাবা তো পুরুষার্থ করাবেন। যতখানি সম্ভব পুরুষার্থ করে উঁচু পদের অধিকারী হও। তা নাহলে কল্প-কল্পান্তর প্রাপ্ত হবে না। বাবা বার-বার বোঝাতে থাকেন বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে আবর্জনা বেরিয়ে যাবে। জাগতিক সন্ন্যাসীরা হঠযোগ শেখায়। এমন ভেবো না হঠযোগ করলে সুস্থ থাকা যায়, তারা কখনও অসুস্থ হয় না। না, তারাও অসুস্থ হয়। ভারতে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তো সকলে দীর্ঘ আয়ুর

অধিকারী ছিল, সুস্থ-সবল ছিল। এখন তো সবারই আয়ু ছোট হয়ে গেছে। ভারতকে এমন কে করেছে? সেই কথা কেউ জানে না। একেবারে ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমরা যতই বোঝাও কিন্তু তাদেরকে বোঝানো খুব কঠিন কাজ। তবুও গরিব সাধারণ মানুষ বুঝবার চেষ্টা করে। এখানে কোনো লাখপতি আছে কি? আজকাল লাখ টাকাও কোনো বড় ব্যাপার নয়। আজ লক্ষপতি তো অনেকেই আছে। তাদেরও বাবা সাধারণ ভাবেন। আজ তো কোটিপতিদের কথা হয়। বিবাহ ইত্যাদিতে কত টাকা খরচ করে। বাচ্চারা, তোমাদের খুব যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যাতে তাদের জ্ঞানের তীর লাগে। বড় বড় মানুষ এম পি ইত্যাদি এলে তারা খুশী মনে এখান থেকে যায়। কিন্তু কারো এত শক্তি নেই যে আওয়াজ ছড়ায়। তোমরা তাদের বোঝাও, কিন্তু যথা যথা ভাবে বুঝতে পারে না। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, উঁচু থেকে উঁচু হলো এই অবিনাশী উত্তরাধিকার। লক্ষ্মী-নারায়ণকে এমন স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার কে প্রদান করেছে? তাঁরা কোথাকার নিবাসী? এইসব অনেকেই জানতে পারে না। মিউজিয়ামে অনেকেই আসে, বুঝবার জন্য। সেবার অনেক চান্স আছে কিন্তু যোগ নেই। বাবাকে স্মরণ করলে প্রফুল্লতার অনুভব হবে। আমরা কারসন্তান। অনেক বাচ্চারা নিয়ম অনুযায়ী পড়া করেনা। বাবার সঙ্গে যোগ নেই। সম্পূর্ণ তো কেউ নেই। নম্বর অনুযায়ী আছে। বাচ্চাদের একান্তে বসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন বাবার কাছে আমরা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এই দুনিয়ায় আমরা-ই সবচেয়ে পতিত হয়েছি, তাই আমাদেরই আবার পবিত্র হতে হবে। এই কথা ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে। বাবা সব রকমের পরামর্শ দেন - এমন এমন করো। যেমন রানী ভিক্টোরিয়ার মন্ত্রী গরিব ছিল, রাস্তার আলোয় পড়াশোনা করে উঁচু পদের অধিকারী হয়েছিল। তার উচ্চাশা ছিল। এই পড়াশোনাও গরিবদের জন্য। বাবা হলেন দীননাথ। ধনী বিত্তবান কি ভগবানকে স্মরণ করতে পারবে। তারা বলবে আমাদের জন্য এটাই হলো স্বর্গ। আরে, বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেননি। এখন করছেন। বাবাকে স্মরণ করো, পবিত্র তো নিশ্চয়ই হতে হবে। বাচ্চাদের যুক্তি রচনা করা উচিত - কাকে কিভাবে বোঝানো যায় যে ভারতের প্রাচীন যোগ পরম পিতা পরমাত্মা ব্যতীত কেউ শেখাতে পারে না। হঠযোগ হল নিবৃত্তি মার্গের মানুষের জন্যে। বাবা বোঝাতে থাকেন যখন কারো কল্যাণ হওয়ার সময় হবে তখন এমন কথা লিখবে। এখনও সময় আছে তাই এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই।

তোমাদের হলো ঈশ্বরীয় মিশন। তোমাদের মানুষকে দেবতায় পরিণত করার সেবা করতে হবে। দুনিয়ায় অনেক রকমের মতামত বেরোয়, তাই সেসবের প্রদর্শনও অনেক হয়। কতখানি অন্ধশ্রদ্ধা আছে। রাত-দিনের তফাৎ। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও রাত-দিনের তফাৎ আছে। অনেকে তো কিছুই জানে না। কথা তো খুবই সহজ, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, বাবাকে স্মরণ করো তো পাপ বিনষ্ট হবে। দৈবী গুণ ধারণ করো তো এমন স্বরূপে পরিণত হবে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে সংবাদ ছড়াও। দেহ-অভিমান না থাকলে গলায় ঢোল ঝুলিয়ে সবাইকে জানান দিতে থাকো যে বাবা এসেছেন। তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। প্রতিটি ঘরে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। সকলের অবস্থা এখন মরচে ধরা। এই দুনিয়া হল তমোপ্রধান, সবাইকে বাবার সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। শেষ কালে তোমাদের বাহবা হবে। বলবে এরা কামাল করেছে! এরা এত জাগিয়েছে তবু আমরা কোনো কথা শুনি নি। যারা জেগেছে তারা পেয়েছে, যারা ঘুমিয়েছে তারা হারিয়েছে। বাবা বাদশাহী প্রদান করতে আসেন, তবুও ভাগ্য প্রাপ্তি হয় না। সার্ভিসের যুক্তি রচনা করা উচিত। বাবা এসেছেন তিনি বলেন মামেকম স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। স্মরণ না করলে পাপ ভস্ম হবে না। কোনো রকম জং না থাকলে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারবে। নাহলে পদও কম হবে, সাজাও ভোগ করতে হবে। সার্ভিসের মার্জিন ভালো আছে। চিত্র সঙ্গে নিয়ে গেলে সার্ভিস করতে পারবে। চিত্র এমন ভালো করে তৈরি করা উচিত যাতে খারাপ না হয়। এই চিত্র গুলি ভালো জিনিস। বাকি মডেল তো সব খেলনা। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বড় সাইজের চিত্র থাকে। হাজার বছর চলে। তোমাদের এই ৬-টি চিত্র যথেষ্ট। বলা - এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে - আমরা তোমাদের বোঝাবো। এই চক্রকে স্মরণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। ব্যাজও খুব ভালো। কিন্তু বাচ্চাদের কাছে এর কোনও মূল্য নেই। এই বিষয়ে তোমরা বোঝাতে থাকলেও তোমাদের অনেক উপার্জন জমা হবে। এই ব্যাজ এমন যে সবসময় নিজের বুকের কাছে রাখবে। এই বাবা (শিববাবা) রক্ষা বাবার দ্বারা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। টেনেও যাত্রা করার সময়ে বোঝাতে থাকো। ছোট বাচ্চারাও করতে পারে। তোমাদের কেউ বারণ করবে না। এই ব্যাজ হলো এমনই এক জিনিস, হীরে জহরত, ফল-ফুল, মহল সবকিছু এতেই নিহিত আছে। কিন্তু বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকে না। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন - সঙ্গে চিত্র অবশ্যই রাখো। তোমাদের কেউ উল্টো কথাও বলবে। কৃষ্ণের সম্বন্ধেও কতো কুকথা বলে দিয়েছে - হরণ করেছে, এই করেছে, সেই করেছে...। কিন্তু যাদের হরণ করেছে বলেছে, কৃষ্ণ তাদেরকে পাটরানীও তো করেছে, তাইনা। বিশ্বের মালিক হয়ে এমন কাজ কি কখনো করতে পারে? এই জ্ঞানে খুব নেশা থাকা উচিত। আমরা চাই শীঘ্র বিনাশ হোক। এইরকমও বলা হয় এখন তো বাবা সঙ্গে আছেন। বাবাকে ত্যাগ করলে তো বাবা আবার ৫ হাজার বছর পরে মিলবেন। এমন বাবাকে আমরা

কিভাবে ত্যাগ করবো। বাবার কাছে তো আমরা পড়া করি। এই

হলো ব্রাহ্মণদের উঁচু থেকে উঁচু জন্ম। এমন বাবা যিনি আমাদের রাজস্ব দিচ্ছেন, এর পরে তো আমরা তাঁর সঙ্গে আর মিলব না। কিন্তু গঙ্গার ধারে যারা বাস করে তারা এত গুরুস্ব দেয় না। যারা বাইরে থাকে তারা গুরুস্ব দেয়। এখানেও বাইরের মানুষ সমর্পণ করে। যদি যোগের বল নেই তো কাউকে বোঝালেও সে কিছুই বুঝবে না। অনেকে আসে, লিখে দেয় এমনভাবে বোঝানো হয়েছে, বলে যায় খুব ভালো। বাবা বোঝেন এমনভাবে শুনেছে যা কিনা না শোনার মতন। কিছুই বোঝেনি। বাবাকেই জানলো না। যদি কিছু বোঝে তো এমন বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, চিঠি লিখবে। তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে তোমরা এমন বাবাকে কিভাবে চিঠি লেখো, বলো। শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। পত্র লেখা শুরু করে দেবে। ব্রহ্মা হলেন রথ তাইনা। কিন্তু বেশি মূল্য হলো তাঁর যিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেন।

সার্ভিস করতে করতে অনেক বাচ্চাদের গলা ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যোগ না থাকলে তীর লাগবে না। একেই ড্রামা বলা হবে। বাবাকে চিনে নিলে বাবার সাথে মিলিত না হয়ে থাকতে পারবে না। ট্রেনে করে আসবে যোগযুক্ত হয়ে, আমরা যাই বাবার কাছে। যেমন বিদেশ থেকে এলে স্ত্রী, সন্তানের কথা মনে পড়ে। এখানে তো আমরা কার কাছে যাই! অতএব যাত্রার পথে কত খুশী অনুভব হওয়া উচিত। সার্ভিস করতে করতে বাবার কাছে যাওয়া উচিত। বাবা হলেন সাগর, তিনি দেখেন বাচ্চারা ফলো করছে। জ্ঞানের ঢেউ উঠলে দেখে খুশী হন। এই বাচ্চা তো সুপুত্র। সকালে স্মরণের যাত্রায় ব্যস্ত থাকলে খুব লাভ। এমনও নয়, শুধু সকালেই স্মরণ করবে। উঠতে-বসতে, খাওয়া-দাওয়া করতে করতেও স্মরণ করবে, তোমরা তো সার্ভিসের যাত্রায় রয়েছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\*

১) কারো মনে দুঃখ দেবে না। অন্তরে কোনও ভূত থাকলে পরীক্ষণ করে তাকে বাইরে বের করতে হবে, ফুল রূপে সবাইকে সুখ দিতে হবে।

২) আমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান অতএব বুদ্ধিতে যেন জ্ঞানের ঢেউ অবিরাম খেলতে থাকে। সার্ভিস করার যুক্তি রচনা করতে হবে, ট্রেনেও সার্ভিস করতে হবে। তার সাথে পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রায়ও থাকতে হবে।

\*বরদানঃ-\*

স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্সের দ্বারা বাবার সহায়তা অনুভবকারী রেসিং-এর পাত্র আত্মা ভব যেখানে স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স অর্থাৎ সমতা থাকে সেখানে বাবার বিশেষ সহায়তার অনুভব হয়। এই সহায়তাই হলো আশীর্বাদ, কেননা বাপদাদা অন্য আত্মাদের মতো আশীর্বাদ দেন না। বাবা তো হলেনই অশরীরী, তাই বাপদাদার আশীর্বাদ হলো সহজ, স্বতঃ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া, যার দ্বারা যেটা অসম্ভব ছিল সেটাও সম্ভব হয়ে যায়। এটাই হলো সহায়তা অর্থাৎ আশীর্বাদ। তোমরা হলে এইরকম আশীর্বাদের পাত্র আত্মা, যাদের এক কদমে পদমের উপার্জন জমা হয়ে যায়।

\*স্নোগানঃ-\*

সকাশ দেওয়ার জন্যে অবিনাশী সুখ, শান্তি এবং সত্যিকারের ভালোবাসার স্টক জমা করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;